ফ্যাক্টশিট
অ্যাকুয়াকালচার: ইনক্রিজিং ইনকাম, ডাইভারসিফাইয়িং ডায়েট্স অ্যান্ড এমপাওয়ারিং উইমেন ইন বাংলাদেশ

WorldFish

ভূমিকা ঃ-

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র মাছ চাষ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে জলবায়ুতে তেমন প্রভাব না ঘটিয়েই ব্যাপক হারে জলজ উৎস থেকে প্রোটিন ও প্রধান পুষ্টি উপাদানসমূহ উৎপাদন করা সম্ভব।

ওয়ার্ল্ডফিশ অতি গুরুত্বপূর্ণ জলজখাদ্য ব্যবস্থার এই ক্ষেত্রটির টেকসই উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রজননক্ষম নারী ও শিশু উভয় জনগোষ্ঠীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিমান সরবরাহের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাবে। আর এর মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্যের একটি নিরাপদ উৎস গড়ে উঠবে।

ওয়ার্ল্ডফিশ মাছ চাষের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বাজার পদ্ধতি এবং ভোক্তা নির্ভর উদ্যোগের মাধ্যমে এনজিওসমূহ, বেসরকারী খাত এবং সরকারের সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে কাজ করবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য সমূহ ঃ- এই প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসহ পাঁচটি মূল কার্যক্রম রয়েছে -

১। মাছের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা এবং মাছ উৎপাদন পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনা ঃ
অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ স্থানীয় ছোট মাছসহ কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রবর্তনের লক্ষ্যে স্থানীয় সেবা প্রদানকারী এবং অনান্য বেসরকারী খাতের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

২। ক্ষুদ্র মাছচাষীদের মান সম্পন্ন উপকরণ ও সেবার সুযোগ ঃ
মান সম্পন্ন পোনা (জেনেটিক্যালি উন্নত পোনা), মাছের খাদ্য, বাজার এবং ঋণ প্রাপ্তিতে সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারী খাতের সাথে কাজ করা।

৩। উন্নত বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা ঃ
বাজারের সুযোগ উন্নত করতে সহায়তা করা, নারীদের প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে কার্যকরীভাবে শক্তিশালী করা এবং উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের মধ্য দিয়ে মাছের ভ্যালু চেইন ব্যবস্থা উন্নত করা।

৪। খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য ও খাদ্য গ্রহণে সমৃদ্ধি আনা ঃ
এক্ষেত্রে মূল দৃষ্টি থাকবে বিভিন্ন ধরনের মাছ উৎপাদন ও তা খাওয়ার হার বৃদ্ধি করার উপর যার মাধ্যমে পুষ্টিগত ভালো ফলাফল প্রদর্শিত হতে পারে, বিশেষ করে সমাজের অবহেলিত অংশ হিসেবে পরিগণিত শিশু ও মহিলাদের বিষয়ে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৫। নারীর ক্ষমতায়ন ঃ
এ প্রকল্পের সকল দিক দেখা হবে একটি 'জেন্ডার-লেন্স' এর মধ্য দিয়ে, যেখানে লক্ষ্য থাকবে ক্ষুদ্র মাছচাষী পরিবারের মাছ চাষ হতে শুরু করে মাছের ভ্যালু-চেইন ব্যবস্থার সকল স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের সর্বোচ্চ সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্প এলাকা ম্যাপঃ

প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহ

দাতা সংস্থা
প্রকল্পভূক্ত এলাকাসমূহ দাতা সংস্থা- বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন।

অংশীদার
অংশীদার- স্থানীয় ও জাতীয় সরকার, স্থানীয় সেবা প্রদানকারীসহ বেসরকারী সংস্থাসমূহ ও বেসরকারী খাতের অংশীদারগণ।

মেয়াদকাল
মেয়াদকাল- নভেম্বর ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২২।

পটভূমি ঃ

বাংলাদেশে প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস হলো মাছ, যা দেশের মোট আমিষের চাহিদার ৬০ ভাগ সরবরাহ করে থাকে। ২০২৫ সাল নাগাদ এদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি ৪০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে, এবং নির্ভরযোগ্য নানা তথ্য-উপাত্ত ও গবেষণা থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, ২০৩০ সাল নাগাদ মাথাপিছু মাছ খাওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ কেজিতে দাঁড়াতে পারে। যা হবে ২০১০ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এই চাহিদা পূরণ করতে হলে মাছের মোট সরবরাহ বছরে প্রায় ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত করতে হবে।

এই প্রকল্পে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ দুটি অঞ্চলে প্রায় ৩ কোটি ৪০ লাখ লোকের বসবাস যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪ ভাগ এবং এখানে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করা মানুষের পরিমান তুলনামূলকভাবে বেশি। এছাড়া এখানকার নারী ও শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হারও বেশি দেখা যায়।

প্রকল্পের অংশসমূহ ঃ-

বিজ্ঞানভিত্তিক সুপারিশমালা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের টেকসই উন্নয়ন ধারা বজায় রাখা এবং এটিকে আরো সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে মাছের সামগ্রিক ভ্যালু-চেইন ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করা এবং ব্যবসায় মডেল উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ও সমন্বিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

এই প্রকল্প এমন একটি খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করছে যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের (এসডিজি) দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পূরণ করে; একটি হলো সম্পদ না কমিয়ে আয় বৃদ্ধি করা (এসডিজি-১) এবং অপরটি হলো জলবায়ু পরিবর্তনে ন্যূনতম প্রভাব বিস্তার করে উচ্চমাত্রার প্রোটিন এবং পুষ্টি উৎপাদন (এসডিজি-২) করা।

মাছ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর সম্পৃক্ততা তার ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির অন্যতম একটি পথ। এছাড়া এর মাধ্যমে নারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি বৃদ্ধি পাবে। পুষ্টি-সংবেদনশীলতার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই প্রকল্পটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়ার্ল্ডফিশ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে লক্ষ্যভুক্ত বিভাগসমূহে স্থানীয় বৃহৎ বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) সাথে একত্রে কাজ করবে। এ লক্ষ্যে তাদের চলমান সামাজিক আচরণ পরিবর্তন সংক্রান্ত যোগাযোগ প্রক্রিয়া এবং পুষ্টি বিষয়ক প্রচারণা কৌশলে মাছের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত বার্তার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বৃহৎ পরিসরে পৌঁছার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। যেহেতু নতুন বার্তাটি এনজিওগুলোর জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত তথ্য প্রচার কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত হবে, কাজেই এর প্রভাব ব্যাপকভাবে দেখা যাবে।

লক্ষ্যভুক্ত বিভাগগুলোয় ওয়ার্ল্ডফিশ বেসরকারী খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী এবং সরকারের সাথে অংশীদারীত্ব জোরদার করবে। এটি মাছের উৎপাদন ও বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভ্যালু-চেইন ব্যবস্থার ফলপ্রসু উন্নয়ন ও সম্ভাব্য নীতি কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশে এই বিনিয়োগ টেকসই মাছচাষের বাজার সম্প্রসারণের উদীয়মান সুযোগসমূহের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এ প্রকল্প ক্ষুদ্র মাছ চাষীদের কাছ থেকে টেকসই উপায়ে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এখানে নারীরা লাভজনকভাবে সম্পৃক্ত থাকবে এবং জীবিকার জন্য মছের উপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোর আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষমতার অধিকারী হবে।

মাছ চাষের নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, পুষ্টি সংক্রান্ত বার্তা প্রদান এবং সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবসার উন্নয়ন ঘটানোর সহায়তাকল্পে ওয়ার্ল্ডফিশ বেশকিছু ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগ এবং ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সম্ভাবনা যাচাই করে দেখবে।

আশা করা যাচ্ছে এসব উদ্ভাবনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে মাছ চাষ ও এর ভ্যালু-চেইন ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটবে। এর প্রভাব শুধু ওয়ার্ল্ডফিশের সাথে জড়িত কার্যক্রমেই নয় বরং বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য অংশে যেখানে জলজ খাদ্য বৃদ্ধির কার্যক্রম চলছে সে সকল স্থানেও পরিলক্ষিত হবে।

স্বীকৃতি ঃ-

ওয়ার্ল্ডফিশ পরিচালিত FISH AGRI-FOOD SYSTEMS এর উপর সম্পাদিত CGIAR গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এটি সম্পাদিত হয়েছে। CGIAR Trust Fund এর অর্থ দাতাগণ এ কার্যক্রমে সহায়তা করেছেন। এ কার্যক্রমে অর্থ সহায়তা করেছে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন।

Citation

This publication should be cited as: WorldFish. 2020. Aquaculture: Increasing income, diversifying diets, and empowering women in Bangladesh. Penang, Malaysia: WorldFish. Fact Sheet: 2020-30.

Creative Commons License

Content in this publication is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use, including reproduction, adaptation and distribution of the publication provided the original work is properly cited.

© 2020 WorldFish.

For more information, please visit www.worldfishcenter.org

WorldFish

CGIAR RESEARCH PROGRAM ON Fish Led by WorldFish